সন্ধ্যা-শঙ্খ ।

নূতন সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত)

১৩২১

সূচী পত্র।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

সঙ্ঘ-শঙ্খ

ঝিঁঝিট মিশ্র—কাহার্‌বা।

সঙ্ঘ সুর—

ঐ শোন্ স্বন স্বন আহ্বান, ঘন ঘন ভীমনাদ গরজন।

(ঐ শোন্ ইত্যাদি)

ভবাকাশে চিদাভাসে উঠিল প্রবলবেগে তুফান।

নববিধান-সঙ্ঘের গভীর আহ্বান

ঝড় ঝটিকায় জাগাইল মানব-প্রাণ।

অহং-কুটীর ভেঙ্গে গেল, উড়ে গেল,

টুটে গেল শত মায়ার বন্ধন।

কেঁপে উঠে থরথর, নর-নারীর অন্তর,

জ্বল জ্বল আশা-অসি করে আস্ফালন।

ভাসিল হৃদয়ে ভক্তি, আসিল জীবনে শক্তি,

বহিল প্রেম-পবন। (ঐ শোন্ ইত্যাদি)

আকাশ-মাঝারে ঐ মহাকাল রথে উঠে,

বিশ্বধাম কাঁপাইয়া প্রত্যাদেশ আবার ছুটে।

উৎসাহ-বিজলী হাসে, লোক লোকান্তর ত্রাসে,

গায় জয় নববিধান। ১॥

কানেড়া—একতালা।

বিশ্ব তোমারি করিছে বন্দনা, কি দিব আমি হে;
সকলের তুমি, একই দেবতা, প্রণমি চরণে বিভু হে।
নদী নির্ঝর মধুর স্বরে, তোমারি নাম গান করে,
পাখীদল বেড়ায় উড়ে, তোমারি মহিমা প্রচারি হে।
গগনভালে রবি শশী তারা, করে তোমার আরতি,
ধূমকেতু আসি তোমার ইঙ্গিতে
নিদ্রিত জগত কম্পিত করে;
সাগর চলিছে তরঙ্গ তুলিয়া, তোমারি চরণ ধৌত করি,
পর্ব্বত-সকল তোমারি ধেয়ানে সতত মগন থাকে হে।
কাননে উদ্যানে ফুটায়ে ফুল, দেয় বসুন্ধরা ডালি,
তোমারি পূজায় ওহে বিশ্বরাজ, তোমারি, তোমারি হে।
মলয় পবন ধীরে ধীরে ধীরে, তোমারি কীর্ত্তন করে হে,
অনন্ত হিমানী উন্নত শিরে, তোমারি স্তব করে হে। ২॥

(স্তব)

ওহে বিভু কৃপাসিন্ধু, জগতজনার বন্ধু,
ডাকি নাথ হে করযোড়ে।

ত্রিলোক-তারক, বিশ্বপ্রতিপালক,
প্রণমি চরণে বারে বারে।
নাহি সাধনের শক্তি, জ্ঞান প্রেম, পুণ্য ভক্তি,
কি দিয়ে পূজিব ও চরণ।
তবে যদি দুঃখী বলে দয়া করে লওহে তুলে
তোমার ঐ নিত্যধামে, দয়াময়।
হরি ভুবনমোহন, নারী-হৃদয়রঞ্জন,
অনন্তদেব প্রভু নারায়ণ।
যে জন তোমারে পায়, না থাকে তার কোন ভয়,
হাস্যমুখে সংসার-বনে করে বিচরণ।
পরীক্ষা-অনল তারে, স্পর্শিতে নাহি পারে,
সশরীরে স্বর্গধামে করে সে গমন।
তুমি হরি প্রাণসখা, এ দাসীরে দাওহে দেখা,
শান্তিস্বরূপে কর চির মগন। ৩॥

(স্তব)

জয় হে দেব, কৃপালু ঈশ্বর,
কাতরশরণ দীনবন্ধু,
অধমতারণ মহেশ্বর।

এই সংসার-কাননে
আমি ভ্রমিতেছি নিশিদিনে,
ক্লান্ত শ্রান্ত জীবন
দীনেশ, তার, তার।
ছিল না এ কানন, দুঃখ-কণ্টকবন,
ফল ফুলে কিবা মনোহর।
শুনেছি মধুর রবে দলে দলে গান ক'রে
উড়িত কত রঙের বিহঙ্গগণ।
হায় সে সুখের স্বপন
ভাঙ্গে অসময়ে কেন,
এ আনন্দ চিরদিন কি রয় না?
আমি যাইব, যাইব, যাইব
সেই সুরপুরে।
আর রবনা, রবনা, রবনা
এ ভব-বনে।
শুনাও অভয় বচন, বাঁচাও এ দাসীর জীবন,
তোমার চরণ হৃদয়ভূষণ,
দাও হে হরি, দয়া করে। ৪ ॥

সুরট মল্লার—একতালা।

আমি ভবের কূলে দাঁড়িয়ে মাগো

সিন্ধুপারে যাব ব'লে,

পার কর মা, পার কর,

অভয় চরণতরী দিয়ে।

আমার সাধের খেলা ভেঙ্গে গেছে,

আমার হাসির প্রদীপ নিবে গেছে,

শোক-আঁধারে ভগ্নপ্রাণে,

ডাকি গো মা, মা অভয়ে।

ও মা শীতল চরণতরী দিয়ে,

লয়ে যাও মা সিন্ধুপারে,

শান্তির ঘাটে নাবিয়ে দিও মা,

শান্তির জলে স্নাত ক'রে,

সুখে রব শান্তিধামে প্রিয়জন-মিলনে।

ঘুচিবে শোক যাতনা, বিচ্ছেদ বিরহজ্বালা,

পূজিব তব চরণ বিকশিত শান্তিফুলে। ৫ ॥

ভৈরবী—যৎ।

একাকী ভাই কেন তুমি বসে পথের ধারে,
নীরবে নির্জ্জনে কেন ভাস নয়ননীরে।
বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল,
চল ভাই বাড়ী চল,
পথের সম্বল হরিনাম কেবল,
যতনে রাখ ধরে।
উঠ ভাই হাত ধর, আমাদের সনে চল,
চোখের জল মুছে ফেল, আশায় বাঁধি বুক।
হারাণ ধন আবার পাবে, চিরদিন সুখে রবে,
অনন্ত মিলনে শোক তাপ সব যাবে দূরে। ৬ ॥

সিন্ধু বারোঁয়া—একতালা।

আনন্দ-তরণী ভাসে, বিধান-সাগরে,
মাঝির হাতে সজয়-শঙ্খ বাজে বারে বারে।
সাধুভক্ত তরীর দাঁড়ি, বসে সবে সারি সারি,
দেবীগণ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে তরীর ভিতরে।
নরনারী ঊর্দ্ধশ্বাসে, ছুটিল তরীর আশে,
পাপের বোঝা ফেলে দিয়ে পৌঁছে গেল সাগরধারে।

কারও কথা না শুনিল, কারও বাধা না মানিল,
শঙ্খ বলে বিনামূলে লয়ে যাব সিন্ধুপারে।
দুঃখনিশি পোহাইল, আশা-রবি দেখা দিল,
চতুর্মুখী শঙ্খ-নিনাদে হাসে সুর নরে।
হেলে দুলে রঙ্গে রঙ্গে, ভাসে তরী প্রেমতরঙ্গে,
যাত্রীদল তার সঙ্গে তালে তালে গান করে। ৭ ॥

কীর্ত্তন—খেমটা।

(যদি) ভুবনমোহিনী রূপ
প্রকাশিলে এমনই করে।
(তবে) এইরূপে মা মত্ত করে
রাখ আমায় দয়া করে।
যে অপূর্ব্ব রূপ হেরে
মুগ্ধ সাধু সাধ্বীগণে,
আমরাও যে সেই রূপ দেখি
নববিধান-ঘরে।
কে বলে কেশবজননী,
শোনা যায় না তোমার বাণী,

(বাণী) নহে স্তব্ধ, সদা ব্যস্ত

আমাদের সুখের তরে।

শুনেছি, আর নাই ভাবনা,

সঙ্ঘ-শঙ্খ-বাজনা,

(বিধান) সঙ্ঘদলে পদতলে

রাখ চিরবন্দী করে।

জ্বালি বিশ্বাস-অনল

জীবন কর নিরমল,

দেখি সবে স্বর্গশোভা

অন্তরে বাহিরে। ৮ ॥

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

প্রেমের হরি, প্রেমভিখারী

ও পদে প্রার্থনা করি।

যেন প্রেমব্রত ভাল করে

উদ্‌যাপন করিতে পারি।

তোমার ধন, এ জীবন,

চরণে দিয়েছি ফেলে।

বিধান-রাজ্যে, ভক্তের কাজে,
দেহ যেন শেষ করি।
আনলে যদি দয়া করে
বিধান-সঙ্ঘের ভিতরে,
সঙ্ঘদলে সেবা করে
স্বর্গে যেন যেতে পারি।
কি ভয় রণে, মরণে,
লোকনিন্দা অপমানে,
বলিব নির্ভয়ে, হরিপদ-পদক বক্ষে ধরি। ৯ ॥

কীর্ত্তন।

(আজি) মহোৎসবের মহামিলন,
এস করি নাম (মায়ের) কীর্ত্তন,
ব্রহ্মানন্দ সনে করি মার নাম কীর্ত্তন।
দেবদেবী সনে করি সংকীর্ত্তন ॥
গগনে উড়িল নিশান
সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ (ভাইরে)
হেররে ভাই প্রাণভরে মেলিয়া নয়ন ॥

আশা-পবনহিল্লোলে
বিজয়নিশান দোলে (কিবা শোভা মরিরে)
থাকিলে এ নিশানতলে পাব পরিত্রাণ।১০॥

(খয়রা)

এস সবে মিলে, ভাই ভাই বলে
গাই জয়গান ;
এক সুরে বিধান-জননীর
গাই সুধামাখা নাম,
(যে নামে পাপী তরেরে)
শুনেছি ভকত-মুখে, আশার বচন,
স্বর্গে যাব হয়ে শোকদুঃখবিমোচন ॥

ভেদাভেদ ঘুচে গেল,
স্নেহ প্রেম উথলিল,
ভাই বোনে হাত ধরে
যাব শান্তিধাম ॥
(মা মা মা বলে)।১১॥

প্রেমের কথা কও ভাইরে,
প্রেমের গান গাও।
প্রেমের অকূল সাগরে ভাই
গা ভাসান দাও॥

প্রেম বিনা এ জগতে ভাই
আর কি তুমি চাও;
প্রেমেতে বিজয়ী হরি, ভাই
প্রেমে মত্ত হও।
সুখে দুঃখে সমভাবে প্রেমে মত্ত রও॥

প্রেমময়ের প্রেমসুধা ভাই
প্রাণ ভরে খাও,
জগতজনে এ সুধা ভাই
দুই হাতে বিলাও।
প্রেমময়ের চরণ ধরে
প্রেমধামে যাও। ১২॥

এই কি গো তোমার প্রেমনিকেতন
(যার) দরশনে পরশনে
জুড়ায় তাপিত জীবন ॥
নরনারী সবে মিলে,
তোমার প্রেমেতে গলে,
ডাকে তোমায় মা বলে,
আনন্দেতে অবিরাম ॥
তব পুত্র কন্যা সবে,
ঘরে ঘরে পরিবারে
করিছে রচনা কি মা
এই তপোবন ?
এই কি সেই রম্য স্থান,
ভকতের প্রিয় আশ্রম,
সুখ শান্তি, ব্রহ্মানন্দ,
যথা চির বিরাজমান ?।
রাগ দ্বেষ প্রলোভন,
ভীষণ রিপুগণ
করিতে পারেনা হেথা
কাহারেও আক্রমণ।

এই কি মা সেই স্থান
পায় জীব চির বিরাম,
নরনারী প্রাণ ভরে'
পূজে তব শীতল চরণ? ১৩॥

মহোৎসবে এসেছি ভাই সবে এখানে,
এস (নব) বিধানের জয়ডঙ্কা বাজাই সঘনে।
(জয় জয় জয় বোলে রে)
(জয় দয়াময় বোলে রে)
বিধান-পতাকা এস উঠাই গগনে।
(সত্যের জয়চিহ্ন রে)
(এক ব্রহ্ম এক বিধান রে)
(জয় নববিধানের জয় রে)
(জয় ধর্ম্মসমন্বয় রে)
কি অপূর্ব্ব শোভা আজি হেরি নয়নে—
বিধানদেব অবতীর্ণ ব্রহ্মানন্দ সনে!
(ভক্তাধীন ভগবান রে)
গাও ভাই জয়গান আনন্দ মনে।

পূজিব বিধানদেবে

মোরা ভাই বোনে ॥

(সব হৃদয় এক হোয়ে রে)

(ভেদাভেদ ঘুচে যাবে রে)।১৪॥

মা দুর্গতিহারিণী

তার তারা তারিণী ॥

ঘোর রণে রসাতলে যায় বুঝি ধরণী।

গগনভেদী হাহাকার উঠে দিন রজনী,

রক্ষা কর এ বিপদে মাত বিপদনাশিনী,

সন্তানের দুর্গতি দেখ সন্তানপালিনী ॥

মাভৈঃ মাভৈঃ রবে দুর্গে শিবে জগদম্বে

ভীমরবে শুনাও কথা বিশ্বপ্রসবিনী

যুদ্ধবহ্নি নিবায়ে দাও ওমা শান্তিদায়িনী

শ্রীচরণে এই ভিক্ষা করি দীনজননী ॥

ধন, জন, রাজ্য, সুখ সব তেয়াগিয়ে

রাজভক্ত ভারতপ্রজা যায় রণে ছুটিয়ে ;

মাতা, সুতা, বনিতা হায় যেন পাগলিনী

কাঁদে ব্যাকুল অন্তরে কত ভারতরমণী
সকল কল্যাণ তব পদে কল্যাণকারিণী
শান্তি দানে শান্ত কর শুনাও সান্ত্বনাবাণী ॥
সমর-অনল ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠেছে
লোল জিহ্বা হেরি হিয়া থরথর কাঁপিছে ;
রক্ষাকালী রূপ ধরি রণক্ষেত্র-মাঝে
ভয় দেখায়ে, বিনাশ ভয়, ভৈরবী কালসাজে
হুঙ্কারিয়া সেনাদলে বল রণরঙ্গিণী—
"তোরা সব সহোদর, আমি সবাকার জননী" ।১৫॥

বঙ্গদেশে পড়লো হেসে
একটি শুভক্ষণ—
ঘরে ঘরে শঙ্খ আজি
বাজে অনুক্ষণ ।
ভাই যে কি ধন,
জানে ভগ্নীগণ ;
হৃদে লয়ে আশা, স্নেহ ভালবাসা
এসেছে আজ বঙ্গনারী পুলকিত মন,—
ভাইয়ের কপালে দিবে ফোঁটা স্নেহের চন্দন ॥

স্বর্গধামের কণা খসি পড়িল ভূতলে
ভাইফোঁটা নামে পরিচিত হইল সংসারে।
পবিত্র প্রণয় ফোঁটার বন্ধন
যে জন বুঝিবে পাবে পরিত্রাণ
জগতমাতা একই মাতা, মোরা ভাই বোন॥
আনন্দেতে এস করি মার নাম কীর্ত্তন।১৬॥

আনন্দেতে গাও আনন্দময়ীর জয় (ভাই)।
শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হল, বল বিধানের জয়॥
জয় সত্যের জয়
নব বিধানের জয়
বল জয় জয় জয়॥
বাজিছে ভাই ঐ শুন—
শঙ্খ ঘন ঘন,
আনন্দের গান আজি
সকলেই গায়।
আনন্দের স্রোত বহে
বিধান-সাগরে

ভাসিব সকলে মোরা
আশা-হিল্লোলে ;
ঘুচিবে ভব-ভাবনা,
না রবে শোক যাতনা,
স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হয়েছে ধরায় (ভাই) ॥
ভাই বোনে মায়ের চরণতলে বসি
হেরিব প্রাণ ভরে মায়ের মুখের হাসি ;
আনন্দ লুটিব, অমৃত খাইব,
শীতল করিব তাপিত হৃদয়।
মরি মরি আহা
কি অপূর্ব্ব শোভা
অপরূপ রূপ মায়ের
ভক্তমনলোভা
চরণে লুটায়ে, প্রেমেতে মাতিয়ে
গাই আজ মায়ের জয়। ১৭ ॥

ফুটেছে ফুল, প্রাণ আকুল
যার মধুর গন্ধে ;
লুটিব সুধা, মিটিবে ক্ষুধা
নব মকরন্দে।

মৃদু মৃদু বহিয়া যায়
নববিধান-বসন্তবায়
প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, নীতি
শোভিছে ফুলের অঙ্গে ;—
সজ্য-ফুল ফুটিয়াছে
সৌরভে সব ছুটিয়াছে
ব্রহ্মানন্দ-হাতে পুষ্প
দেখিব মনের আনন্দে। ১৮।

আকুল হয়েছে এ হৃদি
হরির প্রেম-টানে ;
অবশ পরাণ, মম
হরি-প্রেম মদিরা পানে।
খুলে দে সংসার
আমার মোহের বন্ধন,

মুছে দেরে ভবের মায়া

অশ্রুভরা নয়ন,

যাব হরির কাছে

অমর ভবনে

রব হরির সদনে। ১৯॥

সময় নাই ওরে ও ভাই

বিলম্ব কেন আর,

মোহন রবে বাঁশি বাজে

"আয়" বলে ঐ শুন বার বার।

ভবের ঘরে ভূতের বোঝা

বহিলে ত এতকাল,

(এখন) অসার ভার ফেলে দিয়ে

হরিপদ কর সার।

জগৎ ভরা জগন্নাথে, দেখ এ রূপ সদানন্দে

আনন্দময় রূপ ভজ ভজ অনিবার।

হরিনামে পাবে মুক্তি,

হরিনামে পাবে শান্তি,

এই নামেতে অনায়াসে হবে ভবসিন্ধু পার। ২০॥

আদরে বরণ করি এস নব বর্ষ,
আনন্দ বরষ, কর জীবন স্পর্শ ॥
শোকে, দুঃখে, মলিন-বেশ—
পরিহিত দেশ, বিদেশ,
সবার হৃদে করি প্রবেশ ;
ঢেলে দাও হর্ষ ॥
লভি যেন ভক্তিবিলাস,
হরি-প্রেমে মহা-উচ্ছ্বাস,
নব বিধানে বিশ্বাস,
আশিস নব বর্ষ। ২১ ॥

ইমন্ পূরবী—ঝাঁপতাল।

হৃদয়-মাঝে উঠিয়াছে কি সুন্দর সঙ্গীত,
কে যেন মধুর স্বরে করিছে মধুর গীত।
কোথা হতে এল ধ্বনি, করে প্রাণে প্রতিধ্বনি,
এ ভাঙ্গা হৃদয়-তারে দিতে কি সঙ্কেত,
সুতার সে তারে এ তার হয়েছে মিলিত।
আজ ছয় রিপু এক সুরে, কার নাম গান করে,
গান শুনে মম মন হ'ল বিমোহিত।

শ্রান্ত কায়ে, সন্ধ্যা-বায়ে,
ছিনু আঁধারে বসে ভয়ে,
গীত শুনে আর নহি ভীত,
গীত শুনে হই আশান্বিত,
বুঝেছি, বুঝেছি এ গান
এ দাসীর জীবন-সঙ্গীত।২২॥

ভাটিয়াল—কাহার্‌বা।

ভব-বনে, বিধান-বাগানে
(আহা) কিবা শোভা মরি।
নানা রঙের ফুল ফুটেছে
মরি কি মাধুরী।
সযতনে আন্‌ব তুলে,
নব নব ফুলে;
প্রেমসূত্রে গাঁথ্‌ব মালা
সুখে প্রাণ ভরি।
কেহ যোগ, ভক্তি. জ্ঞানে,
কেহ নাম গানে—

পূজিয়াছে হৃদয় ভ'রে
বিধানের হরি।
বিধান-বিশ্বাসী-জীবন,
হয়েছে কুসুম-বন।
সত্য-বায় বহিয়া দেয়,
সুগন্ধ তাহারি।
এমন বাগান কোথাও নাই,
এমন ফুল কারও নাই,
যার গন্ধে মত্ত, স্বর্গ মর্ত্ত,
দেব দেবী, নর নারী।
আছি আমি আশা করে
ফুটিব বাগানে,
তবে এ জীবনফুল বিভুপদে
দিব প্রণাম করি।২৩॥

কীর্ত্তন—একতালা।

জাগ, জাগ, জাগ রে ভাই,
সবে ঘুমাইয়ে আর থেকো না।

সজ্জ্য-শঙ্খ বাজিয়াছে, দেরী ক'র না।

(চল চল ত্বরা করে)

ভক্ত কোলে ভগবতী, সঙ্গে লয়ে দেব দেবী,

অপরূপ মার রূপ চেয়ে দেখ না।

(চিন্ময়ী আনন্দময়ীর রূপ)

থেক না আর অচেতন, হও রে ভাই সচেতন,

বিশ্বমাতা-নাম সবে মিলে গাও না।

(সুরে সুর মিলাইয়ে)

কর্দ্দম কাঁটা পথে কত, বিঘ্ন বাধা শত শত,

এ সব দেখিয়ে ভাই ভয় ক'র না।

বৈকুণ্ঠের ভাণ্ডার খুলে, "আয় তোরা আয়" ব'লে

মা ডাকেন স্নেহভরে, ঐ শোন না।

(ব্রহ্মানন্দ সনে মিলে)। ২৪ ॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

এস ভাই আজি গাই, সুধামাখা জননীর নাম,

ভকতের মা, আনন্দময়ী, জননীর নাম।

স্নেহভরে আদর করে, ডেকেছেন আমাদের সবে,

হাসি হাসি বসি সবে, মায়ের অন্তঃপুরে।

(গাও) ভকতের মা আনন্দময়ী জননীর নাম।
বড় আদরের মোদের সঙ্ঘ-সম্মিলন,
কত আশা সবার মনে হ'ল উদ্দীপন,
বলি ব্রহ্মানন্দ মোদের জীবনের ভূষণ,
বলি নববিধান মোদের জীবনের জীবন।
(গাও) ভকতের মা আনন্দময়ী জননীর নাম।
মায়ের হাতে খাব, আজি মার কাছে রব,
ভাই বোনে মিলে, প্রেমে গ'লে, পূজিব মার চরণ,
এস উৎসাহ-অনলে, জীবনগুলো ঢেলে,
স্বরে স্বর মিলাইয়া গাই জয় মা নাম।
(গাও) ভকতের মা আনন্দময়ী জননীর নাম। ২৫ ॥

বাহার মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

(সঙ্ঘস্বর)

আনন্দধ্বনি তুলেছে,
নববিধান-সঙ্ঘ এসেছে।
তোরা "আয় চলে আয়," "আয় চলে আয়"
বলে ডাকিছে।

ডাক শুনে সব আত্মহারা,
নরনারী পাগলপারা,
"যাই", "যাই", "যাই" বলে, সবাই ছুটেছে।
আর কেউ রবে না ঘরে,
বদ্ধ হ'য়ে মায়ার ঘোরে,
মুক্তবেশে যায় ছুটে,
সঙ্ঘ যথা বসেছে,
নববিধানের সাজে সবাই সেজেছে।
মোহমায়া ঘুচে গেছে,
অশ্রুজল মুছে ফেলেছে,
অসার ভাবনা যত ভুলে গিয়েছে,
হরিনামে, হরিপ্রেমে সবাই মেতেছে। ২৬ ॥

পরজ বাহার—রূপক।

ধর ভাই করে অসি, হাসি সবে রণ-হাসি,
রণে যাব করিয়াছি পণ।
ভাই বোনে মিলে, (মা) কালীপদতলে,
মাগি "জয় বর" হ'য়ে এক মন।

উড়ায়ে বিধান-নিশান, দিতে জীবে ত্রাণ,
জয় কালী বলে করি রণ। ২৭॥

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হৃদয়ভরে, তোমায় মা ভালবাসিব,
বিশ্বভরা (তব) প্রেমে মম বিন্দু মিশাব।
আনিলে যদি দয়া করে (মা)
তোমার এ অন্তঃপুরে ;
বিন্দু প্রেম বাড়িয়ে দাও,' করি ভিক্ষা কাতরে.
তবে তোমার দানে, তোমার ধনে, ধনী হইব।
তুমি প্রেমময়ী মাতা,
বিশ্বজনপ্রসবিতা,
নরনারী সবে মোরা ভগিনী ভ্রাতা ;
সবে মিলে, এক প্রেমে, সুখী পরিবার হব।২৮॥

সিন্ধু মিশ্র—আড়া খেম্‌টা।

(সজ্ঘসুর)

বেশ করেছ, বাঁশি বাজিয়েছ।

তোমার হাসি, তোমার বাঁশি, তোমার ডাক্ শুনিয়েছ।

ছিনু মোরা মোহের ঘোরে,

বদ্ধ হয়ে ভবের ঘরে,

এম্‌ন বাঁশি বাজিয়েছ যে সব প্রাণগুলো ছুটিয়েছ।

ছিনু মোরা ভয়ে ভয়ে,

নিজ নিজ স্বার্থ লয়ে,

কোথা হ'তে এসে বাঁশি বাজ্‌ল সবার হৃদয়ে ;

বাহিরিল দলে দলে,

নরনারী প্রেমে গলে,

মোহনমুরলী-রবে এম্‌নি করে মাতিয়েছ। ২৯ ॥

কীর্ত্তন—একতালা।

চল চল ভাই ছুটে চলে যাই।

(দেরী কর না ভাই)

সজ্ঘ-শঙ্খ বাজাতে বাজাতে,

সবে মিলে ছুটে চলে যাই।

নববিধান-সঙ্ঘ-কথা জগতজনারে শুনাই।

নরনারী আশা করে,

বসে আমাদের তরে,

প্রাণ খুলে, সবে মিলে,

এস প্রেমসুধা বিলাই। (বড় সাধ মনে)

এ নহে সামান্য কথা,

বিধান সঙ্ঘ-বারতা,

যে শুনিবে সেই বলিবে,

আমিও তোদের সঙ্গে যাই।

(অসার সংসার ফেলে)

শুনেছি মায়ের আহ্বান,

দিব তার প্রমাণ,

সঙ্ঘদল, ফুল্ল কমল,

ধরাতলে সবে দেখাই।

(দেরী কর না ভাই)।৩০॥

স্তব।

এস সবে ত্বরা করি,
দিই, সব আর্য্যনারী,
স্নেহচন্দন কর-কমলে।
দিতে সবে ভালবাসা,
শুনাতে আশার কথা,
ডাকিয়া এনেছি হেথা সকলে।
দুঃখের অশ্রু ফেল দূরে,
হাস সবে প্রাণভরে,
স্বর্গদ্বার খোলা দেখ অদূরে।
সীতা সাবিত্রী সতী,
শকুন্তলা দময়ন্তী,
মৈত্রেয়ী আদি আর্য্যনারীগণে,
ঐ শোন মধুর রবে,
ডাকিছেন আমাদের সবে,
"জাগ জাগ" প্রিয়ভগ্নী "জাগ" বলে।
সেই এক বিশ্বমাতা,
আমা সবাকার দেবতা,
হাত ধরে যাই, ঝাঁপ দিই মায়ের কোলে।৩১॥

সাহানা— ঝাপতাল।

নীলাকাশে সাঁজের রাতে
কে নীরবে সাজায়ে দিলে
দীপমালা সারি সারি,
কোন হাত জালায়ে দিলে।

নীরবে নির্জ্জনে বসি,
আকাশ-পানে চেয়ে থাকি,
অবাক্ মনে তারা সনে
প্রাণের কথা কই গোপনে।

দিনের বেলা, খেলা ধূলা,
কত বাজার কত মেলা,
জনরব কলরবে ছিল
চারি দিক ঘেরা।

হঠাৎ স্তব্ধ কেন শব্দ,
সকল ভুবন নিস্তব্ধ.
কেন এত তাড়াতাড়ি.
গেল রবি অস্তাচলে।

আরতির বাদ্য অদূরে,
বাজিল কাহার মন্দিরে,
গগন ছেয়ে তাই বুঝি,
দীপ "সন্ধ্যা" দিতে আসিলে। ৩২ ॥

ঝিঁঝিঁট—খয়রা।

ছুটিয়া এসেছি মাগো,
তোমারি ত ডাক শুনে।
দয়া করে বস এসে
এ দাসীর হৃদি-আসনে।
দাও শান্তি দাও ঢেলে,
ভেসে যাই শান্তিজলে,
ডাকি তোমায়, মা বলে,
চেয়ে তোমার মুখপানে।
কর তুমি হাস্যধ্বনি,
হয় তার প্রতিধ্বনি,
যেন মাগো এ ধ্বনি
শুনি আমি নিশি দিনে। ৩৩ ॥

সিন্ধু খ্যাম্‌টা—(বাউল)

(নব) বিধানসজ্ঘ কিবা বাজার খুলিয়াছে।
কত হাজার হাজার মজার মজার,
জিনিষ সাজায়ে রেখেছে। (বিধানসজ্ঘ-দোকানীরা)
কাঙ্গাল নরনারী যত, দলে দলে আসে কত
সজ্ঘ-শঙ্খধ্বনি শুনে, সবে ছুটে চলিয়াছে।
(যামিনীর হাসির ভিতর, দিনের আলো দেখিয়াছে)
নিরাশ-বসন এল প'রে, আশা-ভূষণ প'রে যায় ফিরে,
"মণি" "সুধা" যত্নে বেঁধে, বাড়ী-পানে ফিরিতেছে।
(শূন্য প্রাণ পূর্ণ করে)
"সত্য" "বিনয়" লয়ে কাঁধে, ফিরে যায় "বিমল" হৃদে,
"ভক্তি"তে মত্ত হ'য়ে বিধানের জয় গাইতেছে।
("প্রফুল্ল" বদনে সবে)
"নীতি" ধর্ম্ম কিনে লয়ে, "সুচারু" রূপ ধারণ করিয়ে,
"জ্ঞানাঞ্জন" চক্ষে দিয়ে, কত হাসি হাসিতেছে ;
স্বর্গ-শোভা সবার মুখে বিরাজ করিতেছে।
দোকানীরা প্রেমে গলে, বিক্রয় করে বিনা মূলে,
হেসে বলে নবযুগে, সত্যযুগ আসিয়াছে।
(সত্যমেব জয়তে)

দুঃখ শোক দূরে ফেলি, আনন্দলহরী তুলি,
স্বর্গ মর্ত্ত এক করি সব হৃদয় হাসিতেছে।
(জয় ব্রহ্মানন্দের জয়, বলিতেছে)
(জয় নববিধানের জয়, বলিতেছে)। ৩৪ ॥

স্তব।

মহাযজ্ঞ উপলক্ষে অযোধ্যা নগরে
গিয়াছিনু মোরা সবে উল্লাস অন্তরে।
কি অপূর্ব্ব শোভা হায় দেখিনু নয়নে,
এ দৃশ্য জগতে কেহ দেখে নাই জীবনে।
ভাই বোনে মিলে বসি মার অন্তঃপুরে,
প্রাণে প্রাণে মিলে সবে গায় এক স্বরে।
কত হাসি, কত গল্প, মিষ্ট আলাপনে,
ছিনু সুখে কয়দিন আনন্দিত মনে।
কি স্বর্গীয় ভালবাসা, কিবা প্রেমখেলা,
ভাই বোনে খুলিয়াছে এ প্রেমের মেলা।
প্রেম নিয়ে প্রেম দিয়ে কত সুখী মোরা,
দেখরে জগতবাসী, এস সবে ত্বরা। ৩৫ ॥

স্তব।

ঐ শোন্ রে শোন্ মধুর ধ্বনি,
কে গায়, কোন্ সুরধুনী।
কি সুমধুর তান, কিবা সুধামাখা গান,
মন প্রাণ বিমোহিত শুনে কণ্ঠধ্বনি।
নব নব ভাবে, আহা নব নব গানে,
মাতাইছে দেখ সব বিধানবাদীদলে।
কেহ করতালি দিয়া, কেহ যন্ত্র বাজাইয়া,
গাইছে আনন্দে, বিধান ভাই ভগিনী।
কিবা সরল প্রকৃতি, কিবা মধুর আকৃতি,
মুগ্ধ সবে স্বভাবে ঐ সুধাবিকাশিনী।
তুমি বিধানের দাসী, হও পূর্ণ সুখে সুখী,
এই ভিক্ষা বিভুপদে করি কল্যাণী। ৩৬॥

বিভাস—একতালা।

ভিখারী হইয়ে, ভিক্ষাপাত্র লয়ে,
এসেছি গো আমি ভিক্ষা লইবারে।
নিরাশ করিয়ে, দিও না ফিরায়ে,
শূন্য পাত্র লয়ে যাব না ঘরে।

তোমরা কি সঙ্ঘ ভাই ভগিনী,
হইয়াছ নাকি ভক্তধনে ধনী,
মুক্তি দিবার তরে, জগতবাসী সবে,
রিক্ত হস্তে সে ধন বিলাও অকাতরে।
মরুভূমি তুল্য এ ভব সংসার,
রোগে শোকে জীব করে হাহাকার ;
সঙ্ঘসুধা দানে, বাঁচাও জীবনে,
উত্তপ্ত সন্তপ্ত যত নারী নরে।
শুনিয়াছ নাকি, সঙ্ঘ-শঙ্খধ্বনি,
তোমরা যত নববিধানী ;
হইয়াছ সবে শঙ্খ-অধিকারী,
বাজাও সে বাজনা বিশ্বাসী অন্তরে। ৩৭॥

স্তব।

ওহে নারায়ণ, করুণা-নিধান,
পুরাও কাতর প্রার্থনা আমার।
আঁধার আলোকে,
আনন্দে বিষাদে,
তোমার চরণ করি যেন সার।

আমি জন্মাবধি
আছি অপরাধী,
ওহে গুণনিধি কি জানাব আর।

তোমার করুণা,
তোমারি ক্ষমা,
লয়ে যাবে আমায় ভবসিন্ধু পার।

জীবন-গগনে
ছোট বড় মেঘে
ঢাকিয়া ফেলেছে চারিধার।

ওহে দয়াময়,
যেন এ হৃদয়
নাহি ডরায় দেখে এ ঘোর আঁধার।

যায় না চলিয়ে
আশা-রবি যেন,
আলোতে চলিব এ ভব-কানন।

অভয় বাণী,
দিবস রজনী,
শুনি যেন ওহে হরি তোমার। ৩৮ ॥

ইন্দিরা সুর—কাহারবা।

জয়, জয়, জয় রসময় হরি,
হর, হর, শঙ্কর, বংশীধারী,
ধন জন জীবন,
তব প্রেমের দান,
সকল প্রাণে, সকল ঘরে,
তব আবির্ভাব।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।
ভক্তচিত্তরঞ্জন,
মনোমোহন,
যেন হৃদয়-মাঝে,
প্রেমপঙ্কজে,
পূজি তব চরণ;
হে প্রাণরমণ,
জয় জয় প্রেমময়,
মহিমা তোমারি। ৩৯ ॥

পূরবী—আড়া ঠেকা।

বিদায় লইতে ভাই,
এসেছি তোমাদের কাছে,
বাড়ী হতে আমার এই চিঠি আসিয়াছে।
যাঁরা আগে গিয়াছেন,
স্বাক্ষরে তাঁরা লিখেছেন,
"বিধানের সেবা করে
এস আমাদের কাছে।"
ক্ষম ভাই অপরাধ,
ভুলে যাও বিসম্বাদ,
হেসে আমায় দাও বিদায়,
চলে যাই মায়ের কাছে।
ভাব্‌ছিনু কেন দেরী হল,
বাড়ীর খবর না আসিল,
এখন চিঠি পেয়ে আহ্লাদে মন নেচে উঠেছে।
চুকিয়ে দিই যত দেনা,
আদায় করে লই পাওনা,
আর কিছু ত নাই ভাবনা,
তরী ঘাটে লাগান আছে। ৪০ ॥

বিহঙ্গড়া বাউল—আড় খেমটা।

দেখ্‌বি যদি প্রেমের মেলা আয় ত্বরা করে,
কত নূতন দোকান খুলেছি ভাই নববিধান-বাজারে।
হেথা নাহি অবিশ্বাস, কেবল ভকতে বিশ্বাস,
হেথা নিরাশ প্রাণে, দেয় জীবনে কতই আশ্বাস,
হেথা কেবল আশা ভালবাসা.
হেথা বিলাই সুধা প্রাণভরে। ৪১॥

ভৈরবী—যৎ।

কেন রে ভাই এত কেন রাগ অভিমান।
কিসের তরে একা একা থাক অকারণ।
ভালবাসা ঢেলে দাও,
ভালবাসা টেনে লও,
ভালবাসায় সবে মোরা এক মায়ের সন্তান।
আমরা কি বাসি নাই ভাল,
করি নাই তোমার আদর,
তাই কি তুমি সঙ্ঘদলে করিবে না যোগদান।
যা হবার হয়ে গেছে,
এস আমাদের কাছে,

তোমার কপালে দিব স্নেহের চন্দন।

যার অনন্ত জীবন,

তার নহে ক্ষুদ্র মন,

সে যে হাস্যমুখে পরের তরে করে জীবন অর্পণ।

সব প্রাণ এক হবে,

প্রেমে সকলে মিলিবে,

গাইব একস্বরে সবে জয় নববিধান। ৪২ ॥

খাম্বাজ মিশ্র—জলদ একতালা।

মাগো, এসেছি তব চরণে।

নূতন বিধান, সুখের বিধান,

শুনেছি ভকত-বচনে।

আনিব তাদের কেমনে ;

যারা জীবনে মৃত, জাগ্রতে নিদ্রিত,

দেখে নাই বিজয়-নিশানে।

করে নাই সাধন, যাদের জীবন,

অমৃতমাখা ভকতজীবন,

তারা ত জানেনা, তারা যে বোঝেনা,

কত সুখ নব বিধানে।

ওমা, বড় সাধ আছে মনে ;
সজ্ঘ-ভাইবোনে, প্রেম-বন্ধনে,
বাঁধিব জগতজনে,
বিশ্বাস-নয়ন, মেলিয়া তখন,
দেখিবে নব বৃন্দাবনে,
বিধান-সুধা, কলসী কলসী,
ঢালিব তাদের জীবনে। ৪৩ ॥

ইমন্ বেলাবেলী—একতালা।

নববিধান-রণক্ষেত্রে এ কি বেশ ভয়ঙ্কর।
ভৈরবী রণকালী-রূপ হেরি কাঁপে হিয়া থরথর,
হুঙ্কারে ডাকিছ তুমি বিধানী সেনাদল।
(গাও জয় ইত্যাদি)
রণবাদ্যে নাচে তালে তালে,
সমর-তুরঙ্গ ভকতজীবন,
অট্টহাসি হাসিয়া,
অশ্বপৃষ্ঠে বাসিয়া,
ঘন ঘন ঘন অঙ্গ কাঁপে, কাঁপে পদযুগল।

যায় যায় বুঝি রসাতল,
শোভাময় ধরাতল,
সৃজন-প্রলয়, বুঝি যায় হায় এ বিশ্ব ছারখার,
সাগরসঙ্গম, গহন কানন, প্রকম্পিত ভূধর।
(গাও জয় ইত্যাদি)
রবি শশী, গ্রহ তারাদল,
ভেদ করি নভঃস্থল,
ভীমরবে বলিতেছে কাঁপাইয়া দিগন্তর,
অবিশ্বাস অহঙ্কার, করিব চূর্ণ এবার।
রণসাজে, রণমাঝে সেনাদল,
ধায় সবে দলে দল,
তেত্রিশ কোটি দেব্তা আসি. বিধানী দলে মিশি,
গায়, সমস্বরে সবে, নববিধানের জয়।
গাও জয় রণকালী মহাকালীর জয়;
সজয়-শঙ্খ বাজিয়াছে আর নাহি ভয়।
কাহারবা।
বল সবে জয়, জয়, হয়ে সবে এক হৃদয়,
শঙ্খ ঘন ঘন, বাজাও,
উড়াও, সেনাদল, বিজয়-নিশান। ৪৪ ॥

নন্দন কানন আলো করে কোথা সে ফুল ফুটিল ?
সুন্দর নন্দন, দেখিবার তরে, হয়েছে প্রাণ আকুল।
মা বই সে কিছু জান্‌ত না,
মা বই কিছু চাহিত না ;
কোন্‌ মায়ের ডাক শুনে,
সে আমায় ছেড়ে চলে গেল।
আহা সে মধুর গঠন, সুমধুর বচন,
মোহন দর্শন,
সে অতুল রূপ হেরে,
কোন মার প্রাণে লোভ হইল।
আর কত দূর
সেই মধুপুর,
যথায় বিরাজে সে সরস ফুল।
দেখিব নয়নে
বাড়িছে কেমনে
আমার সে অছ
পারিজাত ফুল। ৪৫ ॥

কে ডাকিছে মধুরস্বরে
বারে বারে স্নেহভরে
নাম ধরে আদর করে'।
কেঁদনা কেঁদনা বলে'
চোখের জল দিলে মুছাইয়ে,
এত ভালবাসা দিলে, আর
থেকনা দূরে।
চরণ ধরে পড়ে রব,
চরণ ধরে স্বর্গে যাব,
চরণেতে মহামিলন
চিরশান্তি বিরাজ করে।
শোক-তাপ-সাগর-পারে
তব আনন্দপুরে
করুণা-কিরণজালে
বিহরিব লোকান্তরে। ৪৬॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা।

জয় জয় রবে চল সেনাগণ
রণঢাক, জয়ঢাক করিছে আহ্বান;

শাণিত কৃপাণ এস করি সঞ্চালন,
ঝনঝনে ধ্বনিত হবে বিশ্বাসী-জীবন !
শত্রু-আক্রমণে, কি শার্দ্দূলে আগুনে,
মরিব না, হারিব না, করিয়াছি পণ।
("জয় জয় রবে" ইত্যাদি)

বীরবলে পরাজিত হবে বৈরীগণ,
অবিশ্বাসী দলে দলে করিব দলন।
জ্বলিয়া উঠেছে আবার প্রত্যাদেশ-আগুন,
জ্বলুক জ্বলুক বহ্নি দ্বিগুণ দ্বিগুণ।
("জয় জয় রবে" ইত্যাদি)

বীরদর্পে, বীরগর্ব্বে চল সজ্ঘ-সেনা,
বজ্ররবে শঙ্খধ্বনি কর বীরাঙ্গনা,
সজ্ঘ-হাতে স্বর্গস্পর্শ উঠেছে নিশান,
বিধানের জয়চিহ্ন সত্যের প্রমাণ।
("জয় জয় রবে" ইত্যাদি) ।৪৭॥

পুরবী—একতালা।

জয় জয় শঙ্কর গিরিরাজ,
লুটায়ে চরণে করি প্রণিপাত।

জয় হে মহেশ, জয় আশুতোষ,
যোগী-হৃদি-রঞ্জন যোগেশ্বর।
ধরণীর অঙ্কে শান্তির স্থান,
হিমাচল-বক্ষে কৈলাসধাম,
সতীত্ব তোমার কোলে শোভমান,
জয় ভোলানাথ হর বিশ্বম্ভর।
ভূধরশিখরে হিমানী-উপর,
তব সিংহাসন রাজরাজেশ্বর,
নির্ঝর কন্দর বিটপীর দল,
করিছে তোমার মহিমা প্রচার।
ধরা কাঁপে ভয়ে তব পদভরে,
তাণ্ডব নৃত্য যবে কর গিরিপরে,
সৃজন প্রলয় তোমার ইচ্ছায়,
জয় জয় ভৈরব বিশ্বেশ্বর।
তব পদ হতে ওহে গিরিপতি,
বাহিরিল কত শতস্রোতস্বতী,
স্নিগ্ধ করিবারে বসুমতী,
জয় ভবেশ ত্রিদিব-ঈশ্বর।
পুণ্যের বিভূতি ঢেকেছে তোমায়,

বৈরাগ্য-ফণিনী ঘিরেছে তোমায়,
নিষ্কাম হৃদয়ে যে ডাকে তোমায়,
তুমি হও তার, সে হয় তোমার।
সৃজনকর্ত্তা, বিশ্ব তোমার রচনা,
নিখিলপ্রকৃতি করে তোমার বন্দনা,
জয় ত্রিলোচন ভূমান্ মহান্
জয় অনন্তদেব ত্রিভুবনেশ্বর।
মহাযোগী প্রভু পরম সন্ন্যাসী,
শ্মশানবাসী শিব পরম উদাসী,
তুমি মহাদেব ভগ্নহৃদিবাসী,
রাজীব-চরণে নমি বারবার।৪৮॥

খাম্বাজ বাহার—একতালা।

ওরে ভ্রান্ত মন কেন অকারণ,
বেড়াও ভববনে ঘুরে ঘুরে,
কাদের তরে গহন বনে,
ভ্রমিছ একা বিষাদভরে।
জীবন-রবি তোর অস্তাচলে যায়,
নিশীথ আসে ঐ আঁধার লয়ে হায়,

এখন যাবিরে কোথায় ?
দুর্ব্বল দেখিলে দস্যু লয়ে যাবে ধরে।
যত পলাবে তুমি দূরে দূরে,
তত মায়াজাল ঘিরিবে তোরে,
তখন কাঁদ্‌বি কাতরে ;
হরিনাম বিনা কে রাখিবে তোরে।
আত্মার আত্মীয় সাধু সাধ্বী যত,
তারা অনাসক্ত জীবন্মুক্ত,
পরম পবিত্র ;
চল জীবনপথ তাঁদের অনুসরণ করে।
থাকিতে ভবের কামনা বাসনা,
কভু ত মন নিশ্চিন্ত হবে না,
শান্তি পাবে না ;
হরিপদ বিনা শান্তি নাহি সংসারে।৪৯॥

দিন ফুরাল সন্ধ্যা হল,
বিলম্ব আর কর না,
ঝগড়া-ঝাঁটি ফেলে দিয়ে,
প্রেমের কথা বল না।

এক জন্মস্থান রে ভাই,

এক গম্যস্থান ;

এক মায়ের সন্তান মোরা,

তা কি মনে পড়ে না ?

এক মায়ের কোল হতে,

এসেছি ভাই ভবের ঘরে ;

কাজ ফুরালে বাড়ী যাব,

আর ত দেরী করব না।

নরনারী সবে মোরা,

এক মার পরিবার ;

হাত ধরে হেসে খেলে

বাড়ীপানে চল না। ৫০ ॥

মাঘোৎসবের বান ডেকেছে বিধান-সাগরে,

ভরা ডুবি হবিরে ভাই, আয় জল্‌দি করে ॥

অকূল সাগর, নাহিক কূল

কূল হারালে পাবিরে কূল (তুই),

সব হবে অনুকূল,

ঝাঁপ দিই এই নীরে ॥

ঢেউএর উপর ঢেউ পাড়িছে,
সাগর আস্ফালন করিছে,
এস ভাই ঘর দ্বার ছেড়ে,
থেক না চুপ্ করে ॥
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলে
মহোৎসবের প্রেমে গলে
হরি হরি হরি বলে'
ভেসে যাই রে। ৫১ ॥

বিশ্বব্যাপী নববিধান-সজ্ঘ এসেছে
স্বর্গ মর্ত্ত, অবাক হয়ে সজ্ঘ-শঙ্খ শুনিছে।
গ্রহদল ধরাতলে খসি পড়িছে,
ধুমকেতু দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে ॥
পর্ব্বত সাগর নদী বন উপবন
বিকম্পিত স্বরে, সবারে সুধাইছে—
"কিসের শঙ্খ কিসের শঙ্খ কেন বাজিছে।"
কিবা দোষে অপরাধে বিশ্ব কাঁপিছে ॥
ত্রিশ বৎসর কেটে গেল মোহে ঘুমাইছে।
নরনারী মায়াবশে সকল সত্য ভুলেছে।

কোথা হোতে এই রব কাঁপাইয়া দিগন্তর
মানব-অন্তরে নিত্য প্রতিঘাত হতেছে।
"রক্ষা কর রক্ষা" আকুল ক্রন্দন উঠেছে॥
জ্বলন্ত পাবক সত্য জ্বলিয়া উঠেছে,
অনন্তের মহিমা-গান সবাই গাইছে,
অনন্তের পানে যত অন্ত ধাইছে
অনন্ত-ভবনপানে সবাই ছুটেছে। ৫২ ॥

(মা) দাঁড়িয়ে মাঝে নিশান হাতে ডাক্‌ছেন সকলে,
"নববিধান বিজয়নিশান বরণ করবি আয়" বলে।
সম্বৎসর পরে, দেশবিদেশ জয় করে,
এসেছেন বীরসেনা কমল-কুটীরে।
আর্য্যনারীভগিনী, কর জয়ধ্বনি,
প্রাণভরে করি বরণ বিধানপতাকাবরে।
জয়মাল্য দিব গলে, অঞ্জলি পদতলে,
প্রদীপমালা ঘুরাইব শঙ্খধ্বনি করে।
জননীর মুখে হাসি দেখি ভাল করে,
বিজয়নিশান বরণ করি আনন্দে সবাই মিলে।৫৩॥

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

মজায় আছি মজার হরি, মজিয়ে রাখ জন্মের তরে।
চরণ-কমল-মধু পানে, বিভোর রাখ এমনি করে।
পান করিলে এই পদ্মসুধা, মিটে যাবে সকল ক্ষুধা,
আনন্দে থাকিব সদা, সুধামাখা চরণতলে।
ঐ চরণ ত আর ছাড়ব না,
চরণ ছেড়ে কোথাও যাব না;
শ্রীচরণ-শতদলে চিরশান্তি খেলা করে।
সরস কমল বক্ষে ধরে, সকল জ্বালা ফেল্‌ব দূরে;
এই চরণ লয়ে চলে যাব, ভব-মহাসিন্ধু-পারে। ৫৪ ॥

ত্রিভুবন কাঁপাইয়া উঠে বীণার ঝঙ্কার।
প্রেম পুণ্য মিলনে, বিশ্বাসী জীবনে
হয়েছে এক মনোহর স্বর।
এই ভবমাঝে, কি অপূর্ব্ব বীণা বাজে,
নববিধান-সঙ্ঘের নূতন সেতার চমৎকার,
আনন্দলহরী তাহে উঠে অনিবার।
(ত্রিভুবন ইত্যাদি)

নাহি যন্ত্রে অমিল শব্দ, সকল অপ্রেম হল স্তব্ধ,
এক নামে এক সুরে, গায় মধুর রবে সে তার।
ভকতজননী-হাতে বিধানসঙ্ঘ-বীণা বাজে,
মোহন রবে গায় যত নববিধানী কণ্ঠস্বর।
নিঃসংশয় ভক্তজয়, নাহি আর কোন ভয়,
জয় জয় নববিধান জয় জননীর। ৫৫ ॥

রামপ্রসাদী সুর।

চরণতলে তুলে লওনা (মা)
ঐ শতদল-ছায়াতলে তনয়ারে ফেলে রাখ না।

ভাঙ্গা তার যে আর বাজে না,
ভাঙ্গা সুর গাইতে পারে না;
ভাঙ্গা ঘরে ভয়ে ভয়ে,
আছি (মা) অভয়ে দেখ না।

তোমার করুণা-আঁচলে
মুছিয়ে দাও এ অশ্রুজলে;
মা বিনে মেয়ের ব্যথা,
আর ত কেহ জানে না।

ভবের হাটে আর কত দিন
করিব মা আনাগোনা,
এ ভাঙ্গা প্রাণে ভবাবাসে.
কত দিন থাকৃব বলনা। ৫৬॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ছুটেছে পরাণ মম অনন্তের পানে,
অনন্ত সুখের আশে অনন্তের সন্ধানে।
অনন্ত পূজিব, অনন্ত বন্দিব,
অনন্তের জয়গান গাইব সমতানে।
অনন্তে ভাসিব আমি অনন্তে ডুবিব,
অনন্ত আকাশে লোকান্তরে বিহরিব।
অনন্তে ঢালিব ব্যথা, অনন্তে কহিব কথা,
অনন্তে মগন রব জীবন মরণে।
অনন্ত দেখিতে ভাল, অনন্ত শুনিতে ভাল,
অনন্তের অনন্ত ভাল, অনন্তে মঙ্গল,
অনন্তের শান্তিকমলে, অনন্তের স্নেহহিল্লোলে,
কাটাব অনন্তকাল, অনন্তের সনে।

অনন্তে জনক জননী, অনন্তে তনয় স্বামী

(ভাই ভগিনী)

অনন্তে রহিব সুখে অনন্ত মিলনে। ৫৭ ॥

ললিত—যৎ।

নীরবে নয়ননীরে পূজিব তব চরণ
নীরবে প্রাণের ব্যথা করিব নিবেদন।
নিঃশব্দে জীবনপথে, চলিব তোমার সাথে,
নিত্যধামের যাত্রী আমি করিব স্মরণ।
নীরবে গাইব গান, নির্জ্জনে করিব ধ্যান,
নিরন্তর নিরীক্ষণ করিব ঐ শ্রীচরণ।
নিবিড় আঁধারে প্রভু নির্ভয় অন্তরে,
চলিব ইঙ্গিতে তব অনন্ত জীবন। ৫৮ ॥

কাজ সেরে নাও তাড়াতাড়ি

ফলাফলচিন্তা কোরোনা।

কালের ঘণ্টা ঘন ঘন ডাকে,

শুনেও তা শুন্‌চ না ?

একে একে যায় চলে, তোর প্রিয় সাথী যত,
মন কি তুমি দেখ্‌চ না ?
যাবার সময় কেহ ত তোকে
সঙ্গে নিয়ে গেল না।
টাকা কড়ি ধন জন, কেহ ত নহে আপন,
তাকি মন তুই বুঝ্‌লি না ?
এক সম্বল, বিভুপদ কেবল,
দেখো মনরে হারিও না।
একা এসেছ ভবে, একাই যাইতে হবে,
এ কথাটি মনে রেখো ভুলো না ;
শেষের দিন হেসে যেও
চক্ষের জল ফেলো না ৫৯ ॥

আপন ভাবে ভাব্‌চ কারে, ওরে ভবের ভ্রান্ত জীব,
অসার মায়াবশে কি অসম্ভব হয় সম্ভব ?
কি আশায় তুমি আছ ভুলে, কারে ডাক আপন বলে,
আত্মার আত্মীয় বিনা কেহ নহে বন্ধু বান্ধব।
একাই এসেছ ভবে, একাই যাইতে হবে,
ভুলনা কুহক দেখে ভবের সুখ বিভব।

শোক-তাপ-দুঃখ-ভরা, দেখ এই বসুন্ধরা,
কোথাও নাহিক শান্তি বিনা মায়ের চরণ,
কালের ঘণ্টা বেজে যায়, ভুলনা অসার মায়ায়,
মহামায়ার মায়াজালে, ফেলে দাও জীবন তব।
সেই যে আনন্দধাম, সবাকার গম্যস্থান,
চিদ্ঘনানন্দ রূপ যথা চিরবিরাজমান।
সুখ স্নেহ আদর সেথা, আছে কত ভাব সদা
যথায় মা আনন্দময়ীর পূর্ণ আবির্ভাব। ৬০ ॥

ভুবন ভরিয়া আজি উঠিয়াছে জয় রব।
বিধানী জীবনে আজি এ কি আনন্দ-উৎসব।
গগনে উঠিল ভানু জাগাইয়া যামিনী,
বহিল শীতল বায়ু করি মৃদু ধ্বনি,
ফুটিয়া উঠিল ফুল, গন্ধে করিয়া আকুল,
প্রকৃতি লুটায়ে বন্দে মহেশ্বর মহাদেব।
এস সজ্য-ভাইবোনে, নববিধান-প্রেমে মিলে,
দিই বিভুপদে ফুল সরস সজীব।
ধরি সবে এক তান, গাইব তাঁহার নাম,
এক বিভুপদতলে পদ্ম হয়ে ফুটে রব। ৬১ ॥

হেসে হেসে এসেছ মা নব দেবালয়ে।
আশিস গো দয়াময়ী দীক্ষার্থিনীগণে।
তোমার নববিধানে আর্য্যনারীগণে,
থাকিবে অনন্তকাল তব প্রেম-কোলে,
আনন্দে আনন্দময়ী ডাকিবে মা বোলে।
ভবসংসার প্রতিকূল, করে দাও অনুকূল,
গৃহদ্বারে লক্ষ্মীপদ আঁকিবে যতনে,
থেকো তুমি কাছে কাছে ঘর আলো করে।
ধন জন জীবন, তোমার স্নেহের দান.
সযতনে করিবে মা গৃহধর্ম্ম সাধন:
রেখো দীক্ষার্থিনীগণে শীতল চরণতলে।
তোমার আহ্বান শুনে, এসেছি আজ এখানে,
প্রীতি-ভক্তি-ফুলমালা দিব ও চরণে,
তনয়ার উপহার লও মা গো লও তুলে।৬২॥

নববিধান-সঙ্ঘ স্বর।

শীতল সলিল সুন্দর নিরমল,
ভাসে টলটল শতদল,
তীরে তরুশাখা-পরে,
বিহঙ্গম গান করে সুমধুর স্বরে,
কুলুকুলু শব্দ তুলে, তরঙ্গের তালে তালে,
গাও তুমি তাদের সনে।
কত দেশ কত গ্রাম, ছিল মরুভূমি সম,
বারি বিনে হায় মৃতপ্রায় ;
শুনে পিতার আদেশবাণী,
ওগো প্রেমতরঙ্গিণী, ধরাতলে জন্মিলে,
তব প্রেম কূলে কূলে, তরঙ্গ তুলে
দাও স্নেহ দাও ঢেলে,
আয়ুষ্মতী বোলে আশিস করবে তারে,
চিরজীবী হবে ভূমণ্ডলে। ৬৩ ॥

প্রভু প্রণমি তব চরণে।
তোমার দয়ায় ওহে দয়াময়
মিলেছি সবে এখানে।

তোমার নূতন বিধানে ;
নিত্য নব লীলা, নিত্য প্রেমখেলা,
খেলিছ বিশ্বাসী-জীবনে।

আনন্দ ঘন, তোমার বরণ,
দেখাইলে ওহে ভকতরঞ্জন ;
নব বিধানের, জয় জয় রব,
উঠিয়াছে আজি ভুবনে।

বিভু এই নব দেবালয়ে ;
আজি শুভদিনে, সবে করজোড়ে,
মাগি ভিক্ষা তব চরণে।

শিরে দিয়ে হাত, কর আশীর্ব্বাদ,
এই তব নব দীক্ষার্থীরে ;
যেন এ জীবন, করেছে পালন,
তোমার বিধান কৃপানিদান।

মোরা ভাই বোনে, স্নেহ প্রেম দানে,
তুষিব প্রিয় সহোদরে।৬৪॥

দরবারী কানাড়া—একতালা।

নিত্য সত্য জাগ্রত ব্রহ্ম,
তোমার রাজ্য অমরধাম,
সত্যেব আলোকে ঝলক ঝলকে ;
রাখ জাগাইয়া বিশ্বাসী জীবন।
অনন্ত অখণ্ড জ্ঞানের আধার,
নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার,
তোমার ইঙ্গিতে লীলারসময়,
রক্ষিছ এ বিশাল ভুবন।
অনাদি লেখা আকাশ-উপরে,
অনন্ত লিখিত আছে চারিধারে,
পরাক্রম মহত্ত্ব দক্ষিণে ও বামে
মহান সর্ব্বশক্তিমান।
তোমার রচিত ওহে প্রেমাধার,
প্রেমপারাবার বিশ্বপরিবার,
তোমার করুণা একমাত্র সার,
দেয় পাপী তাপী জনে পরিত্রাণ।
দেব মহাদেব ত্রিলোকতারণ,
বন্দনীয় এক অদ্বিতীয়ম্,

সুর নর ভক্তিভরে করে
স্রষ্টা তোমার স্তবন বন্দন।
নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল পতিতপাবন,
অধমতারণ কলঙ্কনাশন,
স্বর্গরাজ, সুন্দর, শুভ্র প্রভু,
পুণ্য তব সিংহাসন।
পূর্ণ আনন্দঘন তোমার বরণ,
ব্রহ্মানন্দহৃদি নব বৃন্দাবন,
ত্রিতাপনাশন সন্তাপহরণ,
শান্তিকমল তব চরণ। ৬৫ ॥

গগনে উঠিল ভানু, আঁধার নিশি পোহাইল,
রাঙ্গা রঙ্গের সাড়ি অঙ্গে প্রকৃতি সতী হাসিল।
পাখীদল মধুস্বরে, বিভুগুণ গান করে,
ক্লান্ত শ্রান্ত ভবভ্রান্ত, নিদ্রিত মানবে জাগাল।
মলয়-পবন, ধীরে ধীরে, স্বর্গসমাচার আনিল,
স্বদেশের সুসংবাদে প্রাণের বিষাদ দূরে গেল।
গহন কানন আলো করে, কত ফুল ফুটে উঠিল,
বিশ্বেশ্বরের পূজার তরে কত আয়োজন করিল।

বিধানী দাস দাসী যত, এক স্বরে গাহিল,
জয় জয় জয় রবে বিশ্বভুবন ভরিল।৬৬॥

মল্লার।

ঘন ঘোরাল কাল মেঘে হাসে বিজলী চপলা।
শান্ত প্রকৃতি এ রঙ্গ দেখে, আতঙ্কে কাঁপি উঠিলা।
বিদ্যুৎ হেসে কুটোকুটি, পবন করে ছুটোছুটি,
আঁখি মেলি, আঁখি মুদি, মানব-প্রাণ উতলা।
ঝর ঝর বহে ধারা, বক্ষ পাতি লয় ধরা,
মাঝে মাঝে ভীমনাদে অশনি গরজিলা।
জীব বলে কোথা যাব, কোথা গেলে রক্ষা পাব,
ভীষণ প্রলয়ে বিশাল ধরণী কাঁপিলা। ৬৭॥

হরি হরি হরি বোলে দিই সবে করতালি।
তালে তালে নাচি আর গাই হরিনামের সারি।
হরি নামে স্নান করি, হরিনাম পান করি,
হরিনামে কাটাইব দিবা বিভাবরী।
হরি আমার নয়নতারা, হরিরূপে বিশ্ব ভরা,
হরিনাম কণ্ঠহার, হরিপদ শিরে ধরি।

হরির অভয় রাঙ্গা পায়, যে জন স্মরণ লয়,
সশরীরে স্বর্গে যায় মুখে বলে হরি হরি।
হরিমুখে হরিধ্বনি, শুন্‌ব সবে ভাই ভগিনী,
পদতলে ভক্তিভরে দিব সবে গড়াগড়ি। ৬৮ ॥

কীর্ত্তন।

গগনে উঠেছে হের, বিজয়নিশান রে;
ভুবন কাঁপায়ে গাও, জয় নববিধান রে।
শুভক্ষণে তীর্থস্থানে, মিলেছি ভাই বোনে রে;
জয় জয় বিধানের জয়, গাইব প্রাণ ভরে রে।
(এস)
গগন ভেদিয়া এস—উড়াই নিশান রে;
মাতাই মেদিনী এস হরিনাম-সুধা দানে রে।
(সবে)
নামামৃত-সুরা পানে সবে মত্ত হব রে;
(নব) বিধানের জয়ডঙ্কা এস সবে বাজাই রে।
(জয় জয় জয় বোলে)
(দোলন) হরি হরি হরি বলে, এস ভাই বাহু তুলে,
নাচি গাই প্রেমে গলে, হয়ে একপ্রাণ।

জয় নব বিধানের জয়, জয় ধর্ম্মসমন্বয়,
জয় ব্রহ্মানন্দ, জয় বিজয়-নিশান।
হল দুঃখ অবসান, সম্মুখে অনন্তধাম,
হাসির লহরী যথা উঠে অবিরাম।
হরিনাম মধুর নাম, হরিনাম পরিত্রাণ,
হরি হরি হরি বলে যাব স্বর্গধাম। ৬৯ ॥

নব বৃন্দাবনের নব লীলা, দেখ্‌বি আয় তোরা।
মোহন রবে বাঁশি বাজে, বিধানভক্ত-চিত্তহরা।
হরিভক্তদল সবে আত্মহারা ;
প্রেমিক যত সুধাপানে হয়েছে মাতোয়ারা।
চিদাকাশে সুধাক্ষরে রবি শশী তারা ;
ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটেছে প্রেমমধুভরা।
প্রেমের যমুনা বহে খরতর-স্রোতা ;
নির্ঝর ঝরে ঝরঝর প্রেমবারিধারা।
ডালে ডালে কুহুরবে গায় হরিবোলা,
বনে বনে ফলে ফুলে খেলে প্রেমের খেলা।
মন্দিরে মন্দিরে উড়ে বিধান-পতাকা,
প্রেমে বিভোর বিশ্বভুবন, আনন্দ-ভরা ধরা।৭০॥

ওহে গিরিরাজ, এসেছি হে আজ
পূজিতে চরণ দিয়ে ফুলহার।
পুরাও মনসাধ, ঘুচাও অবসাদ,
লও হে দীনের উপাসনা উপহার।

নীলিম আকাশে অনন্ত-স্বরূপ,
নিরখিব তব অপরূপ রূপ,
কুসুম-রাশিতে তব প্রেমহাসি,
মিশাব তাহাতে জীবন আমার।

মেঘ বর্ষে সদা তোমার করুণা,
নির্ঝর ঝরিছে করি তোমার বন্দনা,
সে শীতল জলে দিব প্রাণ ঢেলে,
গাইতে সুস্বরে তব শিব নাম।

আছ আলো করে, ভূধরশিখরে,
মহাদেবরূপে কৈলাসপুরে,
গিরীন্দ্র ঈশ্বর, হর তাপ হর,
যোগধামে মোরে চিরবন্দী কর। ৭১ ॥

বিধানসঙ্ঘ-প্রেমনদী বহে দ্রুতবেগে।
স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে ধায় উধাও হয়ে।
আনন্দহিল্লোল খেলে নদীকুল-কোলে ;
আশা-পবন বক্ষে নাচে তরঙ্গ উঠায়ে।
মনোলোভা শোভা হেরি ধরাতলে ;
মন্দাকিনী অবতীর্ণ হ'ল কলিযুগে।
নীলিম আকাশে হাসে শত শত তারা ;
প্রতিবিম্ব জলে ভাসে কোটি হীরার মালা।
নানা রঙ্গের ফুল ফুটিয়াছে তীরে ;
শাখে শাখে পাখীদলে প্রেমের গান করে।
নরনারী নানা ভাবে দিতেছিল বাধা ;
বলেছিল "সঙ্ঘ-প্রেম কভু লইব না।"
মুহূর্ত্তে গ্রাসিল নদী তাদের সবারে ;
হাসিয়ে ভাসায়ে ল'য়ে যায় মহাস্রোতে।
ত্রিতাপে তাপিত জীব জুড়াতে জীবন
দিতেছে নির্ভয়ে ঝাঁপ শীতল সলিলে।
বিমোহিত হ'ল বিশ্বাসী মানবে ;
আনন্দে চলেছে নদী প্রেমসিন্ধু-পানে। ৭২ ॥

হরষে পূরিত বিশ্ব হেরি নয়নে (আজি)
আনন্দের জয়ধ্বনি শুনি শ্রবণে।
বিহঙ্গদল দলে দলে, প্রকৃতির সনে মিলে,
গাইছে মায়ের নাম সমতানে।
দুঃখনিশি পোহাইল, প্রভাত ভাতিল,
সুখরবি হাসি উদিল গগনে।
এসেছি আজ আশা করে, আনন্দময়ীর ঘরে,
ভকত-জননীর স্নেহ-আহ্বানে।
জননীর কৃপাগুণে, মিলেছি সব ভগ্নীগণে,
পূজিব একপ্রাণে মায়ের চরণে। ৭৩ ॥

অনন্ত প্রেমের কণা লয়ে
জন্মিল বিধান-সঙ্ঘ ভগিনীদলে।
রবেনা রবেনা আর,
প্রতিকূল ভব সংসার,
ঘরে ঘরে তপোবন হেরিবে সকলে।
জীবন লইয়ে নীতি,
ভক্তি প্রীতি পুণ্য শান্তি,
অবতীর্ণ লক্ষ্মী-অংশ প্রতি-পরিবারে।

ঘুচাতে দুঃখ নিরাশা,
দিতে স্নেহ ভালবাসা,
আসিল এ সেবিকাদল অবনীতলে।
গৃহাশ্রম তপোবন,
জননীর প্রিয় স্থান,
নর নারী পূজে সুখে লক্ষ্মী-চরণ-কমল। ৭৪ ॥

বেহাগ।

অচল হওরে, সচল জীবন।
কররে হরি চিন্তন।
ভবসাগরে ভেসেছে তরী,
ভজ ভবভয়ভঞ্জন।
তরঙ্গে তরঙ্গে করি প্রতিঘাত,
জীবনতরী তোর করিছে আঘাত,
জীর্ণ শীর্ণ তরীখানা,
ডুবিতে দিও না দিও না,
ডাক ভবকর্ণধারে ডাক অনুক্ষণ। ৭৫ ॥

কালহাংড়া।

কেমন করে দিবা নিশি
শুনিব এই শব্দ "না"।
"না" শুনিয়ে ভক্ত হব,
পাপী নাম আর থাকিবে না।
মিথ্যাবাদী হইব "না"
পাপ কার্য্য করিব "না",
কুভাব আর কভু মনে পোষণ করিব "না"।
সীতার মত সতীভাবে,
রহিব "না"—গণ্ডীর মাঝে,
পাপদস্যু আসিলে বলে করিব তাড়না।
"না" শুনিয়ে শুদ্ধ হব,
"না" শুনিয়ে সুখী হব,
ব্রহ্ম-মুখ-শব্দ এই "না" করিব সাধনা। ৭৬॥

অনন্তে উঠেছে ঐ বিধান-বিমান,
মহাতেজোময় রথ, মহাদীপ্তিমান।
প্রত্যাদেশ-অশ্ব তাহে, ভীম পরাক্রমে ছুটে,
মাঝে মাঝে গরজনে, করে বিশ্ব কম্পমান।

রথচক্র ঘরষণে হয় অগ্নি বরষণ,
মহাত্রাসে নর নারী, মুদিছে নয়ন।
রবি শশী ধূমকেতু গ্রহ তারাদল,
সাগর কন্দর, ভূধরশিখর,
লুটায়ে সুর নর বন্দনীয়ে করিছে স্তবন।
মরুভূমি ছিল যথা, হইল প্লাবন ;
সিন্ধু মুহূর্ত্তেকে শুষ্ক মরুভূমি সম,
ভাম রবে বজ্র বাজায় মৃদঙ্গ,
সাগর গাইছে জয় উঠায়ে তরঙ্গ।
অনন্ত হিমানী পাতি পুণ্যের আসন,
পূজিছে বিধান-দেবে ভূমান মহান।
বিধানী বিশ্বাসী যত (সজ্য-সেনানীদল)
জ্বলন্ত জীবন,
বীরত্বে মাতিয়া ধায় করিবারে রণ।
মেঘ করে গরজন, বারি বর্ষে ঝন ঝন,
উল্কাপাত ভূমিকম্পে, বিশ্ব কাঁপে ঘন ঘন,
জোড়করে বন্দে বিভু সর্ব্বশক্তিমান।
মেদিনী কাঁপায়ে ঐ উঠিয়াছে রব,
"সাধ্য কার অনাদর করে নব বিধান।

আর্য্য বংশে অবিশ্বাসী রাখিব না আর,
জগতে উড়াব প্রিয় বিধান-নিশান।” ৭৭ ॥

বিশ্বব্যাপী বিধান-সঙ্ঘ বেজে উঠেছে,
স্বর্গ, মর্ত্ত, এক হয়ে (অবাক ভাবে)
শঙ্খ শুনিছে।
রবি, শশী, তারা, ধরাতলে খসি পড়িছে ;
ধূমকেতু দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে।
পর্ব্বত, সাগর, নদ, নদী, উপবন,
বিকম্পিত স্বরে সবায় সুধাইতেছে,
“কিসের সঙ্ঘ কিসের শঙ্খ কেন বাজিছে,
কিবা দোষে, অপরাধে বিশ্ব কাঁপিছে।”
“ত্রিশ বৎসর কেটে গেল মোহে আবার ঘুমাবে ?
ত্রিশ বৎসর চলে গেল মোহে আবার ভুলিবে ?”
কোথা হতে এই রবে কাঁপিছে হৃদয়-কন্দর,
ত্রাসে ভয়ে মানব-জীবন নয়ন মুদিছে।
জ্বলন্ত পাবক সত্য জ্বলিয়া উঠেছে।

অনন্তের সজ্ঘ-নিনাদে,
অনন্তের শঙ্খ বাদনে,
অনন্তের পানে যত অন্ত ধাইছে।
অনন্ত জীবনে,
অনন্ত মিলনে,
অনন্ত ভবনে সবাই ছুটিছে।
অনন্ত অসীমে,
অচিন্ত্য অগম্যে,
ভাসিছে, উড়িছে, হাসিছে ডুবিছে। ৭৮ ॥

এত দয়া কর যদি, লুকাও তবে কিসের তরে,
তোমার করুণা বিনা কে আর আদর করে।
ঘোর ভব সংসারে, রোগে শোকে ভয়ে ডরে,
থাকৃব তোমার আঁচল ধরে, রবনা আর দূরে দূরে।
তব দয়া স্নেহভরে, এনেছে এই অন্তঃপুরে,
থাকিতে বাসনা সদা তোমার অমরপুরে।
তুমি অনন্তরূপিণী, প্রেমময়ী জননী,
শ্রীচরণ-সরোজে তব চিরশান্তি বিরাজ করে। ৭৯ ॥

নিত্য নব ফুলে তুষ্ট তুমি কভু নহ ওহে নারায়ণ।
আরাধনা, ধ্যান, বন্দনা, সঙ্গীত ও প্রার্থনা,
সুরভি-মাখা সজীব ফুলে, সাজাব শ্রীচরণ।
অন্যের বাগানে যাব না, ধার করিয়া ফুল লইব না,
হৃদয়-কানন হবে, সরস ফুলের বাগান। ৮০ ॥

বিধান-সুরা পান করাব, নর নারী জগতজনে।
মাতোয়ারা হবে সবে, প্রেমমদিরা পানে।
প্রেমের যুদ্ধে জখম হবে, নির্ব্বাণ-বাণে হার মানিবে,
বৈরীদল পরাজিত হবে, প্রেমশর বর্ষণে।
প্রেমে জগৎ দখল কর্‌ব, মার দিয়া কেল্লা হুঙ্কারিব,
নববিধানী দলে উড়াব, বিজয়নিশান। ৮১ ॥

ঐ দেখ্‌ সুধাপাত্র হাতে লয়ে,
নব ভক্ত জন্ম লয়েছে।
পাপী তাপী তরাইতে এই ভক্ত এসেছে ॥
শোক তাপ দূরে যাবে,
শান্তি, মুক্তি সবাই পাবে,
এই আশা-সমাচার লয়ে ভক্ত এসেছে,
(মুক্তি-সমাচার) ॥

কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়ে,
যাবে দুঃখ-আধার পলাইয়ে,
এই আলোকে দেবগণ সবাই মিলেছে ।৮২ ॥

এস ভাই পূজি আজি ভকতের ভগবানে,
মাতিব আর মাতাইব মধুর হরিনাম গানে ।
দিব প্রেম, প্রীতি, পুণ্য, ভক্তি,
অঞ্জলি অঞ্জলি ঢালি,
এই ভক্তাধীন ভগবানের মুক্তিপ্রদ শ্রীচরণে ॥
হেরিব সে অরূপ রূপ,
অন্তরে বাহিরে সবে,
মগন হইব আজ,
হরিপ্রেম-মদিরা পানে ॥
দুঃখ হল অবসান,
আনন্দে নাচিল প্রাণ,
আজ ধনী হব লাভ করিয়ে
ভকতবাঞ্ছিত ধনে । ৮৩ ॥

সমাপ্ত ।